১৭-০৮-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে, নির্বোধ পাথরবুদ্ধি থেকে পরসপাথর-এর মতন বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১) :- আগামী ২১-জন্মের জন্য বিত্তশালী হওয়ার সাধন কি ?

উত্তর :- অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান (প্রচার) করলেই বিত্তশালী হওয়া যায়। যেহেতু প্রতিটি জ্ঞান-রত্নই লাখ-লাখ টাকা মূল্যের, তাই যে যত বেশী দান করবে, সে তত বেশী বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে, ফলে তার খুশীর পারদও ততোধিক চড়তে থাকবে।

প্রশ্ন ২) :- নিজের দ্বারা যেন কোনও পাপ-কর্ম না হয়, সেজন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ?
উত্তর :- খাবারদাবারের প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও পাপাত্মার তৈরী অন্ন শরীরের প্রবেশ করলে, তার প্রভাব পড়ে। তাই বাবার উপদেশ: প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে বুঝতে হবে।

ওঁম্ শান্তি ! বাচ্চারা, তোমাদের সামনে কে বসে আছেন ? কে এসেছেন তোমাদের কাছে ? জীব আত্মারা নিজেরাই জানে যে বর্তমানে সব আত্মাই পতিত। পতিত সমগ্র দুনিয়াই, বিশেষ করে ভারত। তাই সবাই পতিত-পাবনকেই ডাকতে থাকে, বলে : হে পতিত-পাবন, যেহেতু এটা পতিত দুনিয়া, তাই আমরা পতিত আত্মারা খুবই দুঃখী। সব আত্মারাই এখন কুৎসিত ও বীভৎস কালো হয়ে গেছে। একমাত্র ওঁনাকেই (বাবাকে) পতিত-পাবন বলা হয়, যেহেতু উনি বেহদের বাবা, জ্ঞানের সাগর, সবার সদগতি দাতা। বাচ্চারা, তোমরা সেই বাবার সন্মুখেই এখন বসে আছো। কিন্তু বাচ্চাদের পরিচয় কিভাবে পাওয়া যাবে ? -তা পাওয়া যায় পতিত-পাবন বাবার থেকে। যখন সত্যযুগ ছিল, সেখানে তখন রাজা-রাণী তথা প্রজা ও প্রকৃতি সবকিছুই পবিত্র ছিল। এসব ছিল স্বর্ণ-যুগে। এখন তোমাদের এ বোধ জন্মেছে যে, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা, আর এই আত্মাই জীবাত্মা অর্থাৎ আত্মা শরীরের ভিতরে অবস্থান করে। আত্মা যখন শরীরের সাথে যুক্ত থাকে, তখনই তার সুখ বা দুঃখ ভোগের অনুভূতি হয়। কিন্তু আত্মা শরীরে না থাকলে, তখন শরীরের কোনও অনুভূতিই থাকে না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীরে প্রবেশ করলে, তখন শরীর ও আত্মা সংযুক্ত হলে চৈতন্য আসে। আত্মা ছাড়া শরীর তো জড় পদার্থ। সংযুক্ত থাকলেই সেই জড় পদার্থের অর্থাৎ শরীরের বৃদ্ধি হতে থাকে। সর্বপ্রথম গর্ভে ৫ তত্ত্বের বিমূর্ত-পুত্তলিকা তৈরী হয়, এরপর হয় ইন্দ্রিয়গুলির গঠন, তারপর আত্মার প্রবেশ ঘটে, তখন তাতে আসে চৈতন্য বা জীবন। যেমন তোমরা চৈতন্য জীবাত্মারা এখন এখানে বসে আছো তোমাদের এই বাবার সন্মুখে। বাবাও তেমনি তোমাদের সন্মুখেই বসে আছেন। যেহেতু তিঁনি পরমাত্মা - তাই চিরতরের পবিত্র। তাই বাবা নিজের বাচ্চাদের (বি.কে.-দের) নির্দেশ দিচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবার মতন পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা অমর অবিনাশী। তোমরাই পূর্বে শান্তিধামে ছিলে। আত্মারা, তোমরা তো জানো, তোমারা এখন এসেছো শিববাবার কাছে, যদিও তিনি এখন এক সাধারণ শরীরকে আধার করে আছেন।" পরমপিতা-পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ এমন হতে পারে না, যিনি এইভাবে বসে বসে বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিতে থাকেন। জগতের অন্যান্যরা তো মনে করে যে, ভগবান এভাবে আসতেই পারেন না,

যেহেতু ওঁনার তো কোনও নাম-রূপই নেই। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, প্রতি ৫-হাজার বছর পরে আবার বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। এখন তোমাদেরকেই তা ভাবতে হবে, কিভাবে বাবা আত্মাদের (তোমাদের) পবিত্র বানাবেন। এই আত্মা পতিত হওয়ার কারণেই তো শরীরও পতিত হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আবার পবিত্র হতেই হবে। নিজের মনে মনে, নিজের সাথেই এই ভাবে কথা বলতে হবে, আমরা পবিত্র আত্মারা মূলবতনবাসী। এভাবেই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। যেখানে তোমাদের আত্মার এখন এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। আমরা আত্মারা একদা নির্বাণধামে ছিলাম, তারপর সেখান থেকে সত্যযুগে (স্বর্গে) সুখধামে আসতে হয়, যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের সুখের পার্ট করতে। যেহেতু তোমরা পারদর্শী অল-রাউন্ডার অভিনেতা, তাই তোমরাই সর্বপ্রথম এই জ্ঞান পেয়ে থাকো। তোমরা এও জানো, শিববাবাই প্রজাদের পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । ফলে তোমরা জীবাত্মারা শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে আসতে পারো। শূদ্র থেকে এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছ। কিন্তু কেন ? - বাবার আশীর্ব্বাদী বর্সা পাওয়ার লক্ষ্যে! কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই তোমরা এমন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হতে পারো। সঙ্গমযুগের এই মাহাত্ম্য কেবল তোমাদের (বি.কে.-দের) জন্য। তোমরা আত্মারা নিজেরাও তা বলো- তোমরাই পূর্বে পবিত্র ছিলে, এখন পতিতে পরিণত হয়েছ এবং এখন আবার পবিত্র হচ্ছ। তাই তো তোমরা পতিত-পাবন বাবাকে এভাবে ডাকো আর বলো, আবার যেন উনি এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানায়। এই ভাবেই নিজের সাথে নিজে বাক্যালাপ করবে। যেহেতু আত্মা তার মনের মতো (জ্ঞানের) খোরাক পেয়েছে এখন। আমরা আত্মারাই একদা পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে ছিলাম, এরপর সেখান থেকে স্বর্গ-রাজ্যে আসি, তারপর অধঃ-পতন হতে হতে অনেক জন্ম নিয়ে এভাবে একদম নীচে পৌঁছে গেছি। কিন্তু আবার যে আমাদের সত্যযুগে যেতে হবে।

বাবা জানাচ্ছেন, ৫-হাজার বছর পূর্বেও উনি ঠিক এভাবেই বলেছিলেন- "মামেকম্ স্মরণ করো।" (একমাত্র আমাকে স্মরণ করো)। পরিবারে থেকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মের মধ্যেও ব্যবসা-বানিজ্য সামলাবার সাথে সাথে, নিজেকে আত্মা-স্বরূপ ভাবতে থাকো। আর মনে রাখতে হবে তোমাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যেহেতু নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে যে। পবিত্র হলে তবেই তো পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হওয়া যাবে। সর্বদাই মনে এই চিন্তা যেন সজাগ থাকে। কলির এই কালো-যুগ থেকে স্বর্ণ-যুগের স্বর্গে কিভাবে পৌঁছোনো যাবে। এর খুব সহজ-সরল যুক্তি জানান বাবা- লাগাতার যদি ওঁনাকে স্মরণ করা যায়, তাতেই পবিত্র হওয়া যাবে। মহাবাক্য মনমনা ভবঃ শব্দটি গীতাতেও দু'বার উচ্চারিত হয়েছে। অতএব, ওহে বাচ্চারা, দেহ-অভিমানকে ছাড়ো। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কারণ উনি একমাত্র সর্বময় কর্তা। সকল শাস্ত্রের সার, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান- এসব কেবল উনি শোনাতে পারেন। তাই বাবা জানাচ্ছেন, তুমি যেমন যতটা ওনাকে স্মরণ করতে পারবে, তেমনি ততটাই তোমাদের আত্মাও পবিত্র হতে থাকবে। এছাড়া আর অন্য কোনও পন্থা নেই। নির্বোধ-পাথরবুদ্ধি থেকে পরশ-পাথরের মতন বুদ্ধিমান হতে হবে যে। গঙ্গা-স্নানে কেউ পবিত্র হতে পারে না। যদি তা হতো, তবে তো তোমরা এখানে আর আসতেই না। কিন্তু, কলিযুগে সবাইকে এখানে আসতেই হবে। তাই, সর্বপ্রথমে সকাল-সকাল এই কথা মাথায় রেখে বসতে হবে। যেমন প্রবাদ আছে যে, "রাম সিমর প্রভাত মোরে মন" (অর্থাৎ ওহে আমার মন, প্রভাত বেলায় রামকে স্মরণ করো)। আমাদের আত্মাও তেমনি বলে, ওহে বুদ্ধিমান মন এখন বাবাকে স্মরণ করো। বুদ্ধিকে যোগের দ্বারা বাবার সাথে জোড়ো। যে যত বেশী বুদ্ধির যোগে থাকতে পারবে, সে ততই নির্বোধ পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথরের মতন বুদ্ধিমান হতে থাকবে। পারশবুদ্ধি (দৈবী-

বুদ্ধি) বানাবার কারিগর একমাত্র এই বাবা। উনি স্বয়ং তা বলছেন, প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে উনি এসে আমাদের তা বানিয়ে থাকেন- যা ওনার জন্য কেবল এক সেকেন্ডের ব্যাপার। যেমন ডাক্তার ঔষধ দিলে লোকেদের ফোঁড়া ভিতরেই শুকিয়ে কমে যায়। বাবা জানাচ্ছেন, তেমনি সুখের জন্য বাবাকেও কিছু বলতে হয় না আমাদের। এমন কি হাত-পায়ের দ্বারাও কিছু করতে হয় না আমাদের। কেবল বুদ্ধি সহযোগে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হয়। কল্প-পূর্বেও এভাবেই আমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়েছিলাম, যার দ্বারা আমরা আমাদের বিকর্মগুলিকে ভস্ম করতে পেরেছিলাম। বাবাও আমাদের সেভাবেই বুঝিয়েছিলেন, ঠিক এখন যেভাবে বোঝাচ্ছেন। অতএব এখন আবার বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে তোমাদেরকে তেমনি পারশ-বুদ্ধিধারী হতে হবে।

বাবা বলছেন, আমিই তোমাদের সেই পতিত-পাবন বাবা, যে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে শ্রীমত দিতে আসে। ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি স্নেহের বাচ্চারা, এই আত্মারাই তা শুনছে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। আর এটা হলো ব্রহ্মার মুখ - যাকে গো-মুখও (গরুর মুখ) বলা হয়। এই গো অর্থে গরু বা কোনও পশুর সঙ্কেত নয়। এর দ্বারা মা'কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সেই গোমুখ দ্বারাই তোমাদের শোনাচ্ছেন। কিন্তু মন্দিরগুলিতে সেই গোমুখকে গরুর মুখ দেখানো হয়। আর মুখ নিঃসৃত বাণীকে দেখানো হয়েছে, জলের ঝর্ণাকে। ফলে লোকেরা তাকেই গোমুখ ভাবে। আর এও ভাবে যে, সেই জলও গঙ্গার মতন পবিত্র। কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো, আসলে যার প্রকৃত অর্থ জ্ঞান- যা শিনবাবা থেকে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা পেয়ে থাকো। অতএব সে অর্থে তা গোমুখই হলো। এর মধ্যে একজন বড়-মা। যার কোনও মাতা নেই। যিনি আবার সাকার মাম্মারও মাতা। বিশেষ অর্থে তোমরা সব সেই মাতারাই গরু। যেহেতু তোমাদের মুখ দিয়েই তো এই জ্ঞানের বর্ষা বর্ষিত হয়। এছাড়া জলের নদী তো সর্বত্রই রয়েছে। ঐ সব নদী বা গঙ্গা নদীকেও পতিত-পাবন বলা যায় না। গঙ্গার উপরে ও তটে অনেক মন্দিরও আছে, যেখানে দেব-দেবীদের মূর্ত্তিও থাকে। সেইসব জড় মূর্ত্তিতে কি আর জ্ঞান থাকে! জ্ঞান গ্রহন করছো তো তোমরা (বি.কে.) ব্রাহ্মণেরা। যার ফলে তোমরাই দেবতায় পরিণত হতে পারো। কিন্তু (সত্যযুগের) দেবতাদের জ্ঞানী বলা যায় না। লোকেরা বিষ্ণুর মুর্ত্তিতে কত অলংকারে সাজায়, যা বাস্তবে তোমরা (বি.ক.) ব্রাহ্মণদেরই অলংকার। বাচ্চারা, তোমাদেরকে সেই স্ব-দর্শণ চক্রই লাগাতার ঘোরাতে হবে। এই স্ব-দর্শণ চক্র কোনও হিংসার অস্ত্র-শস্ত্র নয়। এ হলো বিশেষ জ্ঞানের চিহ্ন। তোমাদের সেই জ্ঞানের শঙ্খই বাঁজাতে হবে এবং স্ব-দর্শণ চক্রকে স্মরণে রেখে তা ঘোরাতে হবে। যা প্রকৃত স্ব-দর্শণ চক্র। লোকেরা এই স্ব-দর্শণ চক্রের স্মৃতিকেই চরকা রূপ বানিয়েছে। আবার পদ্মফুলের মতন পবিত্রও হতে হবে তোমাদের। গদাও বিশেষ জ্ঞানের সঙ্কেত, যার দ্বারা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়। এগুলি সবই তোমাদের বি.কে. ব্রাহ্মণদের অলংকার।

বাবা আরও বলছেন- বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা নরক-দুনিয়া - যা স্বর্গের ঠিক বিপরীত। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সীমানায় সঙ্গমযুগে অবস্থান করছি আমরা। যার একধারে ময়লা জল-অপরধারে স্বচ্ছ জল। এই দুয়েরই সঙ্গম-মিলন হয়। যা দেখতে লোকেরা যায়। এখানেও তেমনি স্বচ্ছ জ্ঞান-সাগর পরমপিতা পরমাত্মা আর তোমরা ময়লা নদী- যার মিলন ক্ষেত্র এটা। তাই বাবা স্বয়ং বসে তোমাদেরকে বাবার মতন পবিত্র বানাচ্ছেন। অতএব কেবল মাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো আর নিজেদের স্ব-দর্শণ ঘোরাতে থাকো। এক্ষেত্রে কোনও দয়া-দাক্ষিন্যের ব্যাপার নেই। যেমন, তোমরা কি তোমাদের স্কুলের শিক্ষককে এমন বলো যে, মাস্টার

মশায়, দয়া করে আমাকে উঁচু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিন। এমন বললে শিক্ষক বলবেন, তুমি তোমার পাঠে মনোযোগ দাও। বাবা তো তেমনি সবাইকে একই প্রকারে একই পড়া পড়ান। বাবা বলছেন, তোমরাই তো আমাকে ডাকতে থাকো, হে পতিত-পাবন বাবা এসো। এসে আমাদের পবিত্র-পাবন বানাও। তোমরা এই বিশ্ব-নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু এই নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকে বা রচনাকার, নির্দেশককে তোমরা জানো না। যেহেতু তোমরা এখনও নির্বোধ পাথর বুদ্ধির হয়ে আছো। কিন্তু বাচ্চারা, বাবাকে সঠিক ভাবে জানতে পারলেই তোমরা বুদ্ধিদীপ্ত পরশ-পাথর হয়ে যাও। বাবা বলছেন, খুব ভোরে আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা বসে বাবাকে স্মরণ করো আর এই জ্ঞানের বিচার-সাগর মন্থন করো। তোমাদের তো কত অনেক পয়েন্টস্ জানানো হয়েছে। জগতের লোকেরা তো বসে বসে এই জ্ঞানকেই ১৮-অধ্যায় বানিয়েছে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে ভক্তি-মার্গে এইসব পুঁথি-পত্র শাস্ত্রাদি আবারও আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃত-বেলায় উঠে দৃঢ়তার লক্ষ্যে মনে মনে নিজের সাথে এই বার্তালাপ করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করে আমাকে অবশ্যই পবিত্র-পাবন হতে হবে। বাবার গলার মালার পুঁতি হতে হবে যে। যেখানে বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, ওনাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হওয়া যাবে। যে যত পবিত্র হতে পারবে এবং অন্যদেরও পবিত্র বানাতে পারবে, তার খুশীর পারদ ততই বাড়তে থাকবে। এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নকে অন্যদেরও দান করতে হবে। ব্যবসায়ীরা লোকেরাও অনেক কিছুর দান পুন্য করে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দানী। এক একটি জ্ঞান-রত্নের মূল্য লাখ-লাখ টাকা। তোমরা যত পবিত্র হতে থাকবে, আগামী ২১ জন্মের জন্য ততই ধনবান হতে থাকবে।

পূর্বে তোমরা যখন পারশবুদ্ধির বুদ্ধিদীপ্ত ছিলে, তখন তোমাদের ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি সব কিছুই অগাধ ছিল। কিন্তু, নির্বোধ পাথরবুদ্ধি হবার কারণে সে সবই খুইয়েছো এখন। তাই বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, খুব ভোরে ওঠার অভ্যাসে অভ্যাসী হও। এই সময়টাই সবচাইতে উপযোগী। নিশুতী রাতেই মানুষ ঘোর পাপ করে। কিন্তু তোমাদের এখন পবিত্র-পাবন হতে হবে। এই তোমরাই পূর্বে ১০০% নির্বিকারী ছিলে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মাতে ময়লা-খাদ জমতে জমতে তা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। সেই ময়লা খাদ বেরোয় যোগের ভাট্টীতে, যোগ-অগ্নির দ্বারা। এই অবিনাশী জ্ঞান আর যোগের বিনাশ হয় না। সামান্য জ্ঞানের পাঠ নিলেও নিদেনপক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের প্রজা হওয়া যায়। কিন্তু বাবা চান, তোমরা সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকারী হও। ঠিক যেমন গত কল্পে নিয়েছিলে। যেমন রাজা, তেমন প্রজা ইত্যাদি সব একই প্রকার হবে। অজ্ঞান কালের দান-পুন্যতেই তো কারও কারও রাজার ঘরেও জন্ম হয়। আবার কেউ বা তার কর্ম-অনুসারে গরীব ঘরে জন্ম নেয়। বাবা বসে বসে সেইসব কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিগুলিকে বোঝাতে থাকেন। সত্যযুগে এই কর্মই আবার অকর্ম হয়ে যায়। যেহেতু সত্যযুগে মায়ার উপস্থিতি থাকে না। সত্যযুগ অর্থাৎ রাম-রাজ্য। আর বর্তমান সময়কাল হলো রাবণ-রাজ্য। যে রাবণ-রাজ্য এখন বিনাশের দোরগোড়ায়। সত্যযুগের স্থাপনা কার্যও শুরু হয়ে গেছে। বাবা এমনই সুন্দর রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন। কন্যাদের খুব সুন্দর ভাবে এসব বোঝাতে হবে, যারা বন্ধনমুক্ত। কন্যার রোজগারের অন্ন মাতা-পিতা খান না। মাতা-পিতা তাদের কন্যাকে পূজাও করে। কিন্তু যখন সেই কন্যারাই বিকারী হয়ে যায়, তখন তারাই আবার সবার পায়ে মাথা ঠোকে। যদিও কুমারী কন্যারা কেবল দেবতাদের সামনেই নতজানু হয়। সেটুকু করে, কারণ তার জন্ম হয়েছে বিকারী মাতা-পিতার দ্বারা। এছাড়াও দেবতারা তো পবিত্র। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরাই সেই পবিত্র দেবতা ছিলে। কিন্তু ৮৪-জন্ম নিতে নিতে, তোমাদের আত্মার অধঃপতন হতে হতে এখন এমন অপবিত্র-পতিত হয়ে পড়েছ। অতএব এখন

আবার বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তাই কোনও প্রকার পাপ-কর্ম যেন না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। পাপাত্মার অন্ন খাওয়াও চলবে না। এ বিষয়ে সতর্কতা তো করাই হয়েছে। যে মানবে না তার প্রভাবের ফল সে ভোগ করবে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতকেও দেখতে হবে। কর্মেরও হিসেব-নিকেশ হয়। কোনও কোনও পরিবারে আবার পৃথক রান্না করতেই দেয় না। আচ্ছা সেক্ষেত্র তবে কেবল বাবাকে স্মরণ কোরো। কি আর করবে, অগত্যা অবস্থার বিপাকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাবাকে স্মরণ করতে করতে ভোজন খাও। আর ভোজনের সময় বাবাকে ভুলে গেলে সেই অন্নের প্রভাব তোমার উপর পরবেই। এছাড়া বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকলে, তুমি বাবার নিকটের প্রিয় বাচ্চাও হতে পারবে। যদিও এখন বাবার সম্মুখেই তো বসে আছো। বাবা স্বয়ং তোমাদের বোঝাচ্ছেন, ওহে বাচ্চা, ওহে বাচ্চা করে কথা বলেন বাবা। সুতরাং তোমাদেরও উচিত বাবাকে সেভাবেই স্মরণ করা। এরপর তোমরা তা করো বা নাই করো, তা তোমাদের ইচ্ছা। যে যেমন করবে, সে তেমনই পাবে অবশ্যই। এ তো অতি সহজ-সরল কথা।

তোমরা তো তা বুঝে গেছো এই পাঠশালা একটা হাসপাতাল। যা স্বাস্থ্য ও সম্পদের ইউনিভার্সিটিও (বিশ্ববিদ্যালয়) বটে। যার জন্য দরকার কেবল তিন বর্গফুট জমি। ব্যাস্ এটুকুই যথেষ্ট। একবার ভাবো, বেহদের বাবা স্বয়ং এসে কি ভাবে পড়াচ্ছেন আমাদের ! সত্যি, কত নিরহংকারী এই বাবা। পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরের আধারে কতই না কষ্ট করছেন তোমাদের জন্য। তাই এই সময়কালে আবার তোমরা ওনার আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিয়ে নাও। বাবা সাক্ষী হয়ে তা দেখতে থাকেন। কে কে কেমন পুরুষার্থ করছে। এই পাঠশালার জন্য তো পৃথিবীর কেবল তিন বর্গ-ফুট জমির দরকার। কলকাতাতেও সেন্টার আছে, যার মাধ্যমে কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে। যারা নিজেরা মিলে সেন্টার চালায়, তারাও বেশ ভাল পদ পায়। ক্লাসরুমের আয়তন এমন বড় যেন হয়, ক্লাসের সবাই যেন বেশ ভালভাবেই কথা শুনতে পারে। আমাদের তো কেবল একটাই লক্ষ্য-স্বর্ণযুগে যেতেই হবে। তাই স্মরণে যোগযুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাবা বলছেন, বাচ্চারা যেমনি নিজেদের কল্যাণ করতে হবে, তেমনি অন্যদের কল্যাণও করতে হবে। অতএব তোমরাও তেমন হাসপাতাল খোলো। তাতে অনেকের আশীর্ব্বাদ পাবে তোমরা। যেমন মানুষেরা কলেজ খোলে অন্যদের জন্য। যদিও তারা নিজেরা সেখানে পড়ে না। কিন্তু পরবর্তী জন্মে তারা খুব বিদ্বান হবার সুযোগ পান। বাবা আরও বলছেন, যদিও তোমাদের কেউ গরীব হও, কিম্বা বড় ব্যবসায়ী হও, কিন্তু তিন বর্গফুট জমির ব্যবস্থা অবশ্যই করবে- যেখানে বসে জ্ঞান আর যোগ শেখানো যায়। পাথরকে পরস-পাথরে পরিণত করবে। লোকেরা বলে, এরা সবাইকে ভাই-বোন বানায়। কিন্তু আমরা তো তাদেরকে বিষরূপী বর্সা থেকে সরিয়ে আনি। তারা ভাবে, এভাবে তবে দুনিয়া চলবে কিরূপে। কিন্তু বাচ্চারা তোমরা তো জানো, সেখানকার দুনিয়ায় কোনও ভোগবল অর্থাৎ অসৎ বা বিকারী কাজ চলে না। যোগবলের শক্তি দ্বারাই সেখানে শিশুর জন্ম হয়। তোমরা সেই নতুন দুনিয়ায় বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) খুব ভোরে ওঠার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। ভোরে উঠে অবশ্যই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আধা-ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা বসে বসেই নিজের মনে মনে নিজের সাথেই বার্তালাপ করতে হবে। বুদ্ধিতে যেন জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে।

২) অনেকের আশীর্ব্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে নিদেনপক্ষে তিন বর্গফুটের কলেজ বা হাসপাতাল খুলতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী ভাবে সেবা করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা প্রতিটা শক্তি আর গুণের অনুভব করতে পারা অনুভবী মূর্ত হও

বিস্তার :- সব চাইতে বড় অথরিটি (যোগ্যতা) হল অনুভবের অথরিটি। যেমন ভাবো আর বলো যে, আত্মা শান্ত-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ - এভাবেই এক একটি গুণ আর শক্তির অনুভব করো আর সেই অনুভবেই নিজে হারিয়ে যাও। যখন বলো শান্ত-স্বরূপ, তখন সেই শান্ত-স্বরূপে নিজেকে, এবং অন্যরাও যেন সেই শান্তির অনুভূতি পায়। শক্তিগুলির বর্ণন যখন করবে, তখন সেই শক্তিগুলির গুণ আর অনুভব যেন সঠিক সময়ে আসে। এমন অনুভবী মূর্ত হতে পারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থীর লক্ষণ । অতএব অনুভবগুলিকে বাড়াতে থাকো।

স্লোগান :- সম্পন্নতার অনুভূতি দ্বারা সন্তুষ্ট আত্মা হতে পারলে অপ্রাপ্তির কোনও নাম-গন্ধও থাকবে না।